মহাবিশ্বে বিশ্বাসের লক্ষণ

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

মহাবিশ্বে বিশ্বাসের লক্ষণ

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

মহাবিশ্বের মধ্যে বিশ্বাস

প্রথম সংস্করণ। 14 নভেম্বর, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটি মহাবিশ্বের মধ্যে বিশ্বাসের কিছু লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করে। এই আলোচনা পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 163-167 এর উপর ভিত্তি করে:

“আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরম করুণাময় , পরম করুণাময়। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং [মহান] জাহাজ যা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে যা মানুষের উপকারে আসে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। , এর দ্বারা পৃথিবীকে তার নিষ্প্রাণতার পর জীবন দান করা এবং তাতে সমস্ত [প্রকার] চলমান প্রাণীকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং [তাঁর] বায়ু এবং আকাশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘের নির্দেশনা। আর পৃথিবী নিদর্শন তাদের জন্য যারা যুক্তি ব্যবহার করে। এবং [তবুও] মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে [তার] সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যেমন তাদের [আল্লাহকে] ভালবাসা উচিত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রেমে বেশি শক্তিশালী। আর যারা যুলুম করেছে তারা যদি আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় মনে করত, [তারা নিশ্চিত হবে] যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। [এবং তাদের বিবেচনা করা উচিত] যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন [তাদের] অনুসরণকারীদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, এবং তারা [সবাই] শাস্তি দেখতে পায় এবং তাদের থেকে [সম্পর্কের] সম্পর্ক ছিন্ন করে। যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, "আমাদের যদি [পার্থিব জীবনে] আরেকটি পালা হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতাম যেমন তারা আমাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে।" এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে তাদের প্রতি অনুশোচনা স্বরূপ দেখাবেন। আর তারা কখনই আগুন থেকে বের হতে পারবে না।"

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজনকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

মহাবিশ্বের মধ্যে বিশ্বাস

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 163-167

وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣

إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا
يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٖ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن
كُلِّ دَآبَّةٖ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ
يَعۡقِلُونَ ١٦٤

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا
لِّلَّهِۗ وَلَوۡ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذۡ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعَذَابِ ١٦٥

إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّعَتۡ بِهِمُ ٱلۡأَسۡبَابُ ١٦٦

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةٗ فَنَتَبَرَّأَ مِنۡهُمۡ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ
أَعۡمَٰلَهُمۡ حَسَرَٰتٍ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧

“আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।

প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং [মহান] জাহাজ যা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে যা মানুষের উপকারে আসে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন।, এর দ্বারা পৃথিবীকে তার নিষ্প্রাণতার পর জীবন দান করা এবং তাতে সমস্ত [প্রকার] চলমান প্রাণীকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং [তাঁর] বায়ু এবং আকাশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘের নির্দেশনা। আর পৃথিবী নিদর্শন তাদের জন্য যারা যুক্তি ব্যবহার করে।

এবং [তবুও] মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে [তার] সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যেমন তাদের [আল্লাহকে] ভালবাসা উচিত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রেমে বেশি শক্তিশালী। আর যারা যুলুম করেছে তারা যদি আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় মনে করত, [তারা নিশ্চিত হবে] যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

[এবং তাদের বিবেচনা করা উচিত] যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন [তাদের] অনুসরণকারীদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, এবং তারা [সবাই] শাস্তি দেখতে পায় এবং তাদের থেকে [সম্পর্কের] সম্পর্ক ছিন্ন করে।

যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, "আমাদের যদি [পার্থিব জীবনে] আরেকটি পালা হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতাম যেমন তারা আমাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে।" এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে তাদের প্রতি অনুশোচনা স্বরূপ দেখাবেন। আর তারা কখনই আগুন থেকে বের হতে পারবে না।"

“আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং [মহান] জাহাজ যা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে যা মানুষের উপকারে আসে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন।, এর দ্বারা পৃথিবীকে তার নিষ্প্রাণতার পর জীবন দান করা এবং তাতে সমস্ত [প্রকার] চলমান প্রাণীকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং [তাঁর] বায়ু এবং আকাশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘের নির্দেশনা। আর পৃথিবী নিদর্শন তাদের জন্য যারা যুক্তি ব্যবহার করে। এবং [তবুও] মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে [তার] সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যেমন তাদের [আল্লাহকে] ভালবাসা উচিত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রেমে বেশি শক্তিশালী। আর যারা যুলুম করেছে তারা যদি আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় মনে করত, [তারা নিশ্চিত হবে] যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। [এবং তাদের বিবেচনা করা উচিত] যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন [তাদের] অনুসরণকারীদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, এবং তারা [সবাই] শাস্তি দেখতে পায় এবং তাদের থেকে [সম্পর্কের] সম্পর্ক ছিন্ন করে। যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, "আমাদের যদি [পার্থিব জীবনে] আরেকটি পালা হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতাম যেমন তারা আমাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে।" এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে তাদের প্রতি অনুশোচনা স্বরূপ দেখাবেন। আর তারা কখনই আগুন থেকে বের হতে পারবে না।"

ইসলাম মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে একমাত্র তাদের প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে তাদের আনুগত্য করতে হবে, তিনি হলেন তাদের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা, মহান আল্লাহ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 163:

" আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য [উপাসনার যোগ্য] নেই.."

বাস্তবে, যে কেউ এইভাবে মেনে চলে তাদের জীবনকে মডেল করে তারা যাকে উপাসনা করে, যদিও তারা দাবি করে যে তারা কোনো দেবতাকে বিশ্বাস করে না। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তাদের অবশ্যই কিছু মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। এই কিছু অন্য মানুষ, সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি বা এমনকি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা আছে কিনা. 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 43:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে? ..."

একজন ব্যক্তি যাকে বা যাকে মান্য করে এবং অনুসরণ করে তারা যাকে উপাসনা করে। অতএব, মুসলমানদেরকে অবশ্যই অন্য সকল বিষয়ের তুলনায় সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে তাকে পরম করুণাময় দ্বারা মানসিক শান্তি এবং সাফল্য প্রদান করা হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 163:

“ আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই , যিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর পরিবর্তে অন্যান্য জিনিসের আনুগত্য ও উপাসনা করে, সে সমস্ত জগতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। মজা এবং বিনোদন, যেহেতু কেউই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব এড়াতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 163:

"এবং তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ..."

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলদের অবাধ্যতা এবং তাদের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করার পর, যদিও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়, মহান আল্লাহ, মহান বলে দাবি করেছিল, এটি স্পষ্ট করে দেয় যে একই ঈশ্বর যিনি বনী ইসরাঈলকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তাদের অবাধ্যতা, অন্য কোন সম্প্রদায়কেও শাস্তি দেবে, যেমন মুসলিম সম্প্রদায়, যদি তারা তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য সর্বজনীন। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 62:

“[এটি] পূর্ববর্তীদের সাথে আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত পথ; আর তুমি আল্লাহর পথে কোন পরিবর্তন পাবে না।"

তাই মুসলমানদের অবশ্যই বিভ্রান্তিকর মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা পূর্ববর্তী জাতিগুলির থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহর বিধান তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়, কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তার দিকে পরিচালিত করে, তাঁর প্রতি আশা নয়। করুণা মহান আল্লাহর রহমতের আশা সর্বদা তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ থাকে যেখানে একজন ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, তারপর আশা করা যায় যে মহান আল্লাহ তা দেবেন। উভয় জগতে তাদের রহমত ও ক্ষমা। যেখানে, ইচ্ছাপ্রসূত চিন্তাকারী আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে, মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারা উভয় জগতে তাদের রহমত ও ক্ষমা প্রদান করবে শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা মৌখিকভাবে মুসলিম বলে দাবি করে। আশা এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারার মধ্যে এই পার্থক্যটি জামি আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। যারা তাঁর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে তাদের শাস্তি দেওয়ার মহান আল্লাহর প্রথা অতীতে কোন সম্প্রদায়ের জন্য পরিবর্তিত হয়নি এবং হবেও না। মুসলিম জাতির জন্য পরিবর্তন, অন্যথায় চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং উভয় জগতে শাস্তির দিকে পরিচালিত করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 163:

"আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এই আয়াতটি আরো ইঙ্গিত করে যে, সৃষ্টি সৃষ্টির কারণ যেমন তাদের প্রতি রহমত করা, তেমনি এই রহমত লাভ করা মহান আল্লাহর ক্রোধ ও গজব অর্জনের চেয়ে সহজ। অর্থ, উভয় জগতের মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই মহান আল্লাহর রহমত অর্জন করার ক্ষমতা রয়েছে, কারণ এটি কেবলমাত্র একজনেরই প্রয়োজন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ তারপর মহাবিশ্বের মধ্যে কিছু নিদর্শন ব্যাখ্যা করেন যা স্পষ্টভাবে তাঁর একত্বকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 163-164:

" *আর তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরম করুণাময় , পরম করুণাময়। নিঃসন্দেহে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে..."*

যখন কেউ নভোমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং অগণিত সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে একমাত্র একজনই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং টিকিয়ে রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন, কারণ সূর্য তার থেকে সামান্য কাছাকাছি বা আরও দূরে থাকলে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হবে না। একইভাবে, পৃথিবীকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে যা এতে প্রাণের বিকাশ ঘটতে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন..."*

দিন এবং রাতের নিখুঁত সময় এবং সারা বছর ধরে তাদের বৈচিত্র্যময় দৈর্ঘ্য মানুষকে তাদের থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে দেয়। দিন দীর্ঘ হলে মানুষ দীর্ঘ সময় থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যদি রাত দীর্ঘ হত, তাহলে মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য যথেষ্ট সময় থাকত না এবং জ্ঞানের মতো অন্যান্য দরকারী জিনিসগুলি। যদি রাতগুলি ছোট হয়, তাহলে মানুষ সর্বোত্তম স্বাস্থ্য পাওয়ার জন্য যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে পারবে না। দিন এবং রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনগুলি ফসলের উপরও প্রভাব ফেলবে, যা মানুষ এবং প্রাণীদের বিধানের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এই সত্য যে মহাবিশ্বের মধ্যে দিন ও রাত্রি এবং অন্যান্য ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে তাও সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর একত্বের ইঙ্গিত দেয়, কারণ একাধিক ঈশ্বর বিভিন্ন জিনিস চান, যা মহাবিশ্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"...একটি *[মহা] জাহাজ যা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে যা মানুষের উপকার করে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন..."*

যখন কেউ নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জলচক্র পর্যবেক্ষণ করে তখন এটি স্পষ্টভাবে একজন সৃষ্টিকর্তাকে নির্দেশ করে। সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভূত হয়, উপরে উঠে এবং তারপর ঘনীভূত হয়ে অম্লীয় বৃষ্টি তৈরি করে যা পাহাড়ের উপর নেমে আসে। এই পর্বতগুলি অম্লীয় বৃষ্টিকে নিরপেক্ষ করে যাতে মানুষ এবং প্রাণীরা তা ব্যবহার করতে পারে। যদি এই পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন হয় তবে এটি পৃথিবীর মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাবে। সমুদ্রের লবণ সমুদ্রের মধ্যে থাকা মৃত প্রাণীকে দূষিত হতে বাধা দেয়। যদি সমুদ্রকে দূষিত হতে দেওয়া হয় তবে সমুদ্রের জীবন সম্ভব হবে না এবং সমুদ্রের অপবিত্রতা স্থলভাগের জীবনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সাগর ও সমুদ্রের অভ্যন্তরে জল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সমুদ্রের জীবন তার মধ্যে সমৃদ্ধ হতে পারে এবং ভারী জাহাজগুলি এর উপরে যাত্রা করতে পারে। যদি পানির সংমিশ্রণ কিছুটা ভিন্ন হয় তবে একটি ভারসাম্যহীনতা ঘটত যার ফলে হয় সমুদ্রের জীবন জলের মধ্যে বিকাশ লাভ করবে বা জাহাজগুলিকে এটির উপরে যাত্রা করার অনুমতি দেবে তবে উভয়ই একই সময়ে সম্ভব হবে না। এমনকি আজ অবধি, সমুদ্রপথে পরিবহন এখনও সারা বিশ্বে পণ্য পরিবহনের সর্বাধিক ব্যবহৃত রূপ। এই নিখুঁত ভারসাম্য তাই পৃথিবীতে জীবনের জন্য অপরিহার্য।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যা নাযিল করেছেন বৃষ্টি, তার দ্বারা পৃথিবীকে তার প্রাণহীনতার পর জীবন দান করেছেন...*"

কেয়ামতের দিনে মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা একটি অদ্ভুত দাবি যখন পুনরুত্থানের অনেক উদাহরণ রয়েছে যা সারা দিন, মাস এবং বছর জুড়ে ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহ একটি মৃত অনুর্বর

জমিকে জীবন দান করার জন্য বৃষ্টি ব্যবহার করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ তায়ালা মৃত বীজের মত জীবিত করতে পারেন এবং দিতে পারেন মানুষ নামক মৃত বীজকে, যেটি পৃথিবীতে সমাধিস্থ রয়েছে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থান দেখায়. যেমন শীতকালে গাছের পাতা মরে পড়ে এবং ঝরে পড়ে এবং গাছ প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে আবার পাতা গজায় এবং গাছে প্রাণ ভরে দেখা যায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। নিদ্রা মৃত্যুর বোন, ঘুমের ইন্দ্রিয় ছিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা সেখানে বেঁচে থাকার নিয়ত করে থাকে, যার মাধ্যমে আবার ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জীবন দেওয়া হয়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ করেন, এবং যারা মরে না তাদের ঘুমের সময় [তিনি গ্রহণ করেন]। অতঃপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদেরকে তিনি বহাল রাখেন এবং অন্যদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেক কিছুর প্রতিফলন বিচার দিবসে চূড়ান্ত পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং তাতে ছড়িয়ে দেওয়া প্রতিটি [প্রকার] চলমান প্রাণী...*"

বিবর্তন হল মিউটেশনের একটি রূপ, যা প্রকৃতির দ্বারা অপূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ অগণিত প্রজাতি পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা দেখতে পাবে যে তারা একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তৈরি করা হয়েছে যাতে তারা যে পরিবেশে বাস করে সেখানে তারা উন্নতি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উটটি উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পানি পান করার প্রয়োজন ছাড়াই। তারা পুরোপুরি মরুভূমি জীবনের জন্য ডিজাইন করা হয়. অধ্যায় 88 আল গাশিয়াহ, আয়াত 17:

"তাহলে কি তারা উটের দিকে তাকায় না - কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?"

ছাগলটি এমন নিখুঁতভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যে তার শরীরের অমেধ্যগুলি এটি থেকে উৎপন্ন দুধ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। দুটির যে কোনো মিশ্রণ দুধকে পানের অযোগ্য করে তুলবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 66:

“এবং প্রকৃতপক্ষে, গবাদি পশু চারণে তোমাদের জন্য একটি শিক্ষা। তাদের পেটে যা আছে তা থেকে আমরা আপনাকে পান করি - মলত্যাগ এবং রক্তের মধ্যে - খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

প্রতিটি প্রজাতিকে একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল দেওয়া হয়েছে যা একটি প্রজাতিকে অন্যদের অতিক্রম করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মাছিদের জীবনকাল খুব কম, 3-4 সপ্তাহ এবং 500টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। যদি এর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়,

তাহলে মাছিদের জনসংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠত এবং তারা এই বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত প্রজাতিকে অভিভূত করে ফেলত। অন্যদিকে, অন্যান্য প্রাণী যাদের জীবনকাল খুব বেশি তাদের মাত্র কয়েকটি সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আবার এটি তাদের জনসংখ্যাকে সংযত করার অনুমতি দেয়। এই সব একটি দুর্ঘটনা হতে পারে না বা বিবর্তনের প্রক্রিয়া এটি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

"... *এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস এবং মেঘের [তার] নির্দেশনা...*"

বায়ু পরাগায়নের জন্য বায়ু অপরিহার্য, যা ফসল, গাছপালা এবং গাছকে পুনরুত্পাদন করতে দেয়। আগের দিনগুলিতে, সমুদ্র ভ্রমণের জন্য বায়ু অপরিহার্য ছিল, যা আজও সারা বিশ্বে পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। সৃষ্টির জন্য জল সরবরাহ করার জন্য রেইনক্লাউডগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে সরানোর জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে বায়ুর একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, কারণ বাতাসের অভাব সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায় এবং বাতাসের বৃদ্ধিও সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে, বৃষ্টিও পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ, কারণ খুব কম বৃষ্টি খরা এবং দুর্ভিক্ষের দিকে পরিচালিত করে এবং খুব বেশি বৃষ্টি ব্যাপক বন্যার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 18:

“আর আমি আকাশ থেকে পরিমাপক পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেছি। এবং প্রকৃতপক্ষে, আমরা এটি কেড়ে নিতে সক্ষম।"

এই পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এলোমেলো হতে পারে না এবং স্পষ্টভাবে সৃষ্টিকর্তার হাত দেখায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164:

“ *নিশ্চয়ই, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে , একটি [মহা] জাহাজ যা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে যা মানুষের উপকারে আসে এবং যা আল্লাহ আকাশ থেকে নাযিল করেছেন। বৃষ্টির, এর দ্বারা পৃথিবীকে তার প্রাণহীনতার পর জীবন দান করা এবং তাতে সমস্ত [প্রকার] চলমান প্রাণীকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং [তার] বায়ু ও মেঘের নির্দেশনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সেই লোকদের জন্য যারা যুক্তি ব্যবহার করে।*"

যিনি এই সমস্ত নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করেন তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে একক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না যিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। উপরন্তু, যখন কেউ এই নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি এবং অন্যান্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে পর্যবেক্ষণ করবে তখন তারা একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করবে যা ভারসাম্যপূর্ণ নয়, যথা, মানুষের ক্রিয়াকলাপ। ভাল কাজকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ প্রতিদান পায় না এবং খারাপ কাজকারীরা তাদের পূর্ণ শাস্তি পায় না, এমনকি যদি তারা একটি সরকার দ্বারা শাস্তি পায়। এটা বোঝা যৌক্তিক যে একক স্রষ্টা, আল্লাহ, মহান, যিনি এই মহাবিশ্বের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, তিনি একদিন মানুষের কর্মেরও ভারসাম্য আনবেন, যা এই বিশ্বের প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস। কর্মের এই ভারসাম্য ঘটানোর জন্য,

মানুষের ক্রিয়াগুলি প্রথমে শেষ হতে হবে। এই বিচারের দিন যখন মানুষের কর্মের বিচার এবং ভারসাম্য চিরকাল থাকবে।

কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করার জন্য তাদের মন তৈরি করে ফেলেছে এবং তাদের ইচ্ছা বা অন্যের আকাঙ্ক্ষার সাথে মানানসই আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করে তারা মহাবিশ্বের মধ্যে থাকা লক্ষণগুলির প্রশংসা করবে না বা প্রভাবিত হবে না। যা সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর একত্ব, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব এবং অনিবার্য বিচার দিবসকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 164-165:

"... এমন লোকদের জন্য লক্ষণ যারা যুক্তি ব্যবহার করে। এবং [তবুও] মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে [তার] সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদের ভালবাসে যেমন তাদের [আল্লাহকে] ভালবাসতে হবে..."

যখন কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নিদর্শনগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয় তখন তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের আনুগত্য ও উপাসনা করবে, যেমন তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং মানুষ। এটি তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, যা কেবলমাত্র উভয় জগতেই দুঃখ, চাপ এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

শুধুমাত্র তারাই তা করবে যারা মহাবিশ্বের নিদর্শনগুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে, যা মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 165:

"... কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রেমে বেশি শক্তিশালী..."

তারা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস প্রমাণ করার চেষ্টা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তারা তাকে খুশি করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করে এমনকি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষা ইসলামী শিক্ষার সাথে বিরোধী হয় কারণ তারা জানে যে এটি করা তাদের জন্য সর্বোত্তম। তারা বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে জেনেও যে এটি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, তারা মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য মঞ্জুর করা হবে, যদিও তারা সম্পদের মতো অনেক কিছুর অধিকারী নাও হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 165:

" *এবং [তবুও] মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে [তার] সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যেমন তাদের [আল্লাহকে] ভালবাসা উচিত। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর প্রেমে বেশি শক্তিশালী..."*

আহলে কিতাবগণ বিনা প্রশ্নে তাদের আনুগত্য করে এবং তাদের মতামতকে মহান আল্লাহর বাণী ও আদেশ বলে তাদের আলেমদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 31:

"তারা [কিতাবেরা] আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

দুঃখজনকভাবে, এটি প্রায়শই মুসলমানদের মধ্যে ঘটে যারা তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষক এবং তাদের নির্দেশিত আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এবং অনুকরণ করে যা আল্লাহ, মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথ, পবিত্র কুরআনের পথ এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলেন। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই গবাদি পশুর মতো আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং তার পরিবর্তে নির্দেশের দুটি উত্স, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্যের শিক্ষা অধ্যয়ন ও শেখার জন্য তাদের দেওয়া সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে হবে। , ধার্মিক প্রদর্শিত লোকেদের অন্ধভাবে অনুসরণ করার পরিবর্তে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি যত বেশি ধর্ম জ্ঞানের অন্যান্য উত্সকে অনুসরণ করবে এবং মেনে চলবে তত কম

তারা নির্দেশনার দুটি উত্সকে অনুসরণ করবে এবং মেনে চলবে, যা ফলস্বরূপ বিপথগামী হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। .

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের অবাধ্যতাকারীদেরকে সতর্ক করে দেন, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তারা কখনই তাদের কর্মের পরিণাম থেকে বাঁচতে পারবে না এই দুনিয়ায় বা পরকালে, যেহেতু মহান আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। জিনিস, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ, মনের শান্তির আবাস। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 165:

"... আর যারা অন্যায় করেছে তারা যদি শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় মনে করত, [তারা নিশ্চিত হবে] যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহই কঠোর শাস্তিদাতা।"

আগেই বলা হয়েছে, এই শাস্তি এই দুনিয়াতেই শুরু হবে যার ফলে পার্থিব জিনিসগুলোই তাদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা এক মানসিক চাপ থেকে পরবর্তীতে চলে যাবে এবং একটি অন্ধকার এবং সংকীর্ণ জীবনযাপন করবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

তাদের উদাসীনতার কারণে তারা তাদের হতাশা ও দুঃখ-দুর্দশার কারণকে তাদের মহান আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে সংযুক্ত করতে পারবে না। ফলস্বরূপ, তারা তাদের জীবনের মধ্যে ভুল জিনিসগুলিকে দোষারোপ করবে, যেমন তাদের কাছে থাকা কিছু ভাল বন্ধু এবং আত্মীয়। এটি তাদের জীবন থেকে এই ভাল উপাদানগুলিকে সরিয়ে দেবে, যা তাদের জন্য কেবল আরও দুঃখ এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়। এবং পরকালে তাদের জন্য যা অপেক্ষা করছে তা আরও তিক্ত ও বিপর্যয়কর। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 165:

"... আর যারা অন্যায় করেছে তারা যদি শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় মনে করত, [তারা নিশ্চিত হবে] যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহই কঠোর শাস্তিদাতা।"

পরকালে তাদের শাস্তি, মানসিক চাপ ও যন্ত্রণা তাদেরকে দোষারোপ করতে বাধ্য করবে যারা এই দুনিয়ায় তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, যাদেরকে তারা তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সকল পরিস্থিতিতে তাদের আনুগত্য করেছে। তবে এটি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং তারা অন্যদের দোষ দিতে সক্ষম হবে না, কারণ প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব কর্মের জন্য দায়ী। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি শয়তানও বিচার দিবসে এই সত্যটি ঘোষণা করবে যার ফলে তাকে দোষারোপ করে তাদের নিজেদের কর্মের পরিণতি থেকে পালাবার অন্যায়কারীদের আশা ধ্বংস হবে। গ অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 22:

"এবং শয়তান যখন বিষয়টি শেষ হবে তখন বলবে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ছাড়া তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তুমি তাতে সাড়া দিয়েছিলে। তাই আমাকে দোষারোপ করো না বরং নিজেদেরকে দোষারোপ করো।

তাদের মানসিক চাপ এবং যন্ত্রণা তখনই বাড়বে যখন তারা লক্ষ্য করবে যে, যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের বিপথগামী উপায়ে তাদের সমর্থন করেছিল, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা, তারা তাদের শাস্তিতে অংশীদার হতে চায় না বলে তাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 166:

"[এবং তাদের বিবেচনা করা উচিত] যে] যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন [তাদের] অনুসরণকারীদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে, এবং তারা [সবাই] শাস্তি দেখতে পায় এবং তাদের থেকে [সম্পর্কের] সম্পর্ক ছিন্ন করে।

যারা এই পৃথিবীতে ভালো মানুষের সঙ্গী হবে তারাই উভয় জগতে তাদের সাহচর্য থেকে উপকৃত হবে। যে সমস্ত লোকেরা তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উত্সাহিত করে, তারা যে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে তা ব্যবহার করে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত উপায়ে তাকে সন্তুষ্ট করে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

একমাত্র বন্ধন যা দৃঢ় থাকবে এবং বিচারের দিনে একজনের পক্ষে গণনা করা হবে তা হল মহান আল্লাহর আনুগত্যে তৈরি করা বন্ধন, এই বন্ধনগুলি ভাল মানুষের সাথে হোক, পবিত্র কুরআন বা নেক আমল। তাই একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সম্পর্ক স্থাপনে মনোনিবেশ করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 15-16:

"…তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যা দ্বারা আল্লাহ তাদের শান্তির পথের দিকে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

কিন্তু যারা গোমরাহীর পথ বেছে নেয় এবং মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আনুগত্য ও উপাসনা করে, তারা অবশেষে অনিবার্য বিচার দিবসের মুখোমুখি হবে, যখন তাদের আচরণ সংস্কারের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে না। তাদের অনুশোচনা থাকবে যা তাদের সামান্যতম সাহায্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে, তাদের অনুশোচনা তাদের যন্ত্রণা এবং চাপকে বাড়িয়ে তুলবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 167:

" যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, "আমাদের যদি [পার্থিব জীবনে] আরেকটি পালা হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতাম যেভাবে তারা আমাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে।" এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে তাদের প্রতি অনুশোচনা স্বরূপ দেখাবেন। আর তারা কখনই আগুন থেকে বের হতে পারবে না।"

তাই সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই মুসলমানদের এই পৃথিবীতে তাদের আচরণ সংস্কারের অসংখ্য সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তাদের অবশ্যই তাদের সমস্ত সময় এবং সম্পদকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সেগুলিকে উৎসর্গ করে এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিস যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, মানুষ, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং তাদের নিজস্ব ইচ্ছার আনুগত্য ও উপাসনা করা থেকে বিরত থাকে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি ও সাফল্য লাভ করে এবং দুনিয়ার অন্ধকার ও সংকীর্ণ জীবন এবং পরকালের অকল্পনীয় শাস্তি ও অনুশোচনা থেকে রেহাই পায়।

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

Achieve Noble Character